বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

University Grants Commission of Bangladesh
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
Website: www.ugc.gov.bd

স্মারক নংঃ ইউজিসি/বেঃবিঃ/৪৮৪(জেপা)/২০১৬/৬৬৫৫

তারিখঃ ২৪ শ্রাবণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ০৮ আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের জন্য কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা

জনস্বার্থে এবং অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর অধীনে বর্তমানে ১০৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন রয়েছে। এর মধ্যে যে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মামলা মোকদ্দমাসহ বিভিন্ন ধরণের সমস্যা বিরাজমান সে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা জনস্বার্থে এবং অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞাতার্থে পূর্বের ন্যায় প্রকাশ করা হলো। উল্লেখ্য যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের হালনাগাদ তথ্য সময়ে সময়ে কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়।

ক) অবৈধভাবে ক্যাম্পাস পরিচালনা (০১টি বিশ্ববিদ্যালয়)

(১) **ইবাইস ইউনিভার্সিটি**-এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ নিয়ে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। বোর্ড অব ট্রাস্টিজ **২টি ভাগে বিভক্ত** এবং একে অপরের বিরুদ্ধে মাননীয় আদালতে একাধিক মামলা দায়ের করেছে। দ্বন্দ্ব নিরসন তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়েও একটি গ্রুপ মাননীয় আদালতে মামলা দায়ের করে উক্ত কার্যক্রম স্থগিত করেছে।

ইবাইস ইউনিভার্সিটির বাড়ি নম্বর-২১/এ, সড়ক নম্বর-১৬ (পুরাতন-২৭), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯ ঠিকানাটি মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের ১ বছরের স্থগিতাদেশ থাকার জন্য (রিট পিটিশন নং ১২০১৭/২০১৬) কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছিল। বর্তমানে উক্ত স্থগিতাদেশ এর কার্যকারিতা ভ্যাকেট হয়ে যাওয়ায় ইবাইস ইউনিভার্সিটির উক্ত ঠিকানা কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে delete করা হয়েছে। এছাড়াও বাড়ি - ১৬, রোড - ০৫, সেক্টর - ০৪ , উত্তরা ঠিকানায় ইবাইস ইউনিভার্সিটির অননুমোদিত ক্যাম্পাস রয়েছে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কোনো ঠিকানা নেই।

খ) সরকার কর্তৃক বন্ধকৃত, তবে মহামান্য আদালতের রায়/স্থগিতাদেশ নিয়ে পরিচালিত (০২টি বিশ্ববিদ্যালয়)

(১) **আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি**- অনুমোদনকালীন সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ঠিকানা- ৩৫, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে গত ১৭-০৬-২০১৩ তারিখের ৪৬৬ নম্বর পত্রের মাধ্যমে ৫৪/১, প্রগতি স্বরণী, বারিধারা-নর্দ্দা, ঢাকা-১২১২ ঠিকানা অনুমোদন দেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১০-০৪-২০১৮ তারিখের ৩৭ নম্বর পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তদন্তপূর্বক মতামত প্রদানের জন্য কমিশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত ৫৪/১, প্রগতি স্বরণী, বারিধারা-নর্দ্দা, ঢাকা-১২১২ ঠিকানা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। এই ইউনিভার্সিটির উল্লিখিত ঠিকানায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী ফ্লোর স্পেস, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মত কোনরূপ সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান নাই।

এছাড়াও আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি-এর বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট যে নির্দেশনা দিয়েছেন তার প্রেক্ষিতে জরুরি ভিত্তিতে **Civil Petition (CP)-1634/19** এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনের প্যানেল আইনজীবিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কমিশনের প্যানেল আইনজীবি কর্তৃক দায়েরকৃত সিভিল পিটিশন নং- **Civil Petition (CP)-1634/19** (২২-০৫-১৯)|

(২) **দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা**- সরকার কর্তৃক ২২-১০-২০০৬ তারিখে দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা-কে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। উক্ত বন্ধ আদেশের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রীট পিটিশন (নং- ১৬৭১/২০১৪) দায়ের করে। মাননীয় হাইকোর্ট ১৫-১২-২০১৬ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে রায় প্রদান করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৭-০২-২০১৮ তারিখের শিম/শাঃ১৭/১০এম-১৪/৮-৯(২)(অংশ-১)/৯১৯ নম্বর পত্র মারফত 'দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা' এর শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় চালুকরণের অনুমতি প্রদান করা হয়। **উল্লেখ্য যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা এর পাঠদান কার্যক্রম শুরুর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস/ভবনের বিদ্যমান অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শনের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়** এবং ০২-০৪-২০১৮ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

উল্লিখিত পত্রের কার্যকারিতা স্থগিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন (নং- ৪২৬৩/২০১৮) দায়ের করে এবং মাননীয় আদালত স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। **উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক আপিল দায়ের করা হয়েছে।** **বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় শুরুর অনুমতি অদ্যাবধি প্রদান করা হয়নি।**

গ) মাননীয় আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে পরিচালিত (০১টি বিশ্ববিদ্যালয়)

(১) **সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ**- এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ক্যাম্পাসের ঠিকানা ৭৩৯, মেহেদীবাগ, চট্টগ্রাম ও ২২, শহীদ মির্জালেন, চট্টগ্রাম। মাননীয় আদালতের রায় অনুযায়ী উক্ত দু'টি ক্যাম্পাস ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্যাম্পাস অবৈধ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ৩০-১১-২০১৭ তারিখে সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বন্ধ রাখার জন্য কমিশনকে নির্দেশনা দেয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে কমিশন থেকে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বন্ধ রাখার জন্য ১৩-১২-২০১৭ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে পত্র দেয়া হয়।

সাউদার্ণ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ কর্তৃক দায়েরকৃত ৭৩২৬/২০১৮নং রীট পিটিশনের প্রেক্ষিতে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত উক্ত 'গ' দফার বিজ্ঞপ্তির কার্যকারিতা ২৯-০৫-১৮ তারিখ থেকে ৬ মাসের জন্য স্থগিত করেছেন। এছাড়া, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি না করা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত ১৮৭৮৪/২০১৭ নং রিট পিটিশনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বিভাগ সাউদার্ণ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি না করার নির্দেশনা সংক্রান্ত ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারকদ্বয়ের কার্যকারিতা প্রথমে ০৪-০১-২০১৮খ্রিঃ তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাসের জন্য ও পরবর্তীতে ১১-০৭-২০১৮খ্রিঃ তারিখ থেকে আরো ০৬ (ছয়) মাসের জন্য স্থগিত করেছে। উল্লেখ্য, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বর্তমানে চট্টগ্রামের ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে বিওটি সংক্রান্ত ৪০২/১৬ নং ঘোষণামূলক একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

ঘ) অননুমোদিত ক্যাম্পাস পরিচালনা (১০ টি বিশ্ববিদ্যালয়)

(১) **ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া**- অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ভবন বাড়ি-৭২, রোড-১৭, ব্লক-সি, বনানী, ঢাকা।

(২) **ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ**- অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ক্যাম্পাস প্লট- ১৪, সেক্টর- ৭, লেক ড্রাইভ রোড, উত্তরা, ঢাকা।

(৩) **ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ**- অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ক্যাম্পাস (ক) বাড়ি - ৭৮, রোড -১১/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা (খ) বাড়ি - ৭ ও ৮, সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা (গ) বাড়ি - ৬৫, রোড -৮/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা (ঘ) বাড়ি - ৪৭/এ, রোড -১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা (ঙ) বাড়ি - ১১৫/এ, রোড -৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা (চ) বাড়ি - ১১৯/এ, রোড -৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা (ছ) বাড়ি - ৭৪, সাত মসজিদ রোড, শংকর প্লাজা, ধানমন্ডি, ঢাকা (জ) ৬/২২, ব্লক - ই, লালমাটিয়া , ঢাকা।

(৪) **ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি**- অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ক্যাম্পাস বাড়ী- ২৬, রোড- ০৫, ধানমন্ডি, ঢাকা।

(৫) **ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি**- অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ক্যাম্পাস (ক) বাড়ী ৪/২, সোবহানবাগ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৭ (খ) বাড়ী- ১০২/১, শুক্রাবাদ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৭ (গ) বাড়ী- ১০০/বি, শুক্রাবাদ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৭ (ঘ) বাড়ী- ১০৫, শুক্রাবাদ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৭।

(৬) **এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ**- অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ক্যাম্পাস বাড়ী নং- ০৩, রোড- ০৭, সেক্টর নং- ০৭, উত্তরা, ঢাকা।

(৭) **উত্তরা ইউনিভার্সিটি-** অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ক্যাম্পাস (ক) বাড়ী- ৫, রোড- ১২, সেক্টর ৬ (এনজেড সেন্টার), উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ (খ) বাড়ী-৯, রোড- ৭/ডি, সেক্টর- ৯ (মমতাজ মহল), উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ (গ) বাড়ী- ১২, রোড-রবীন্দ্র সরনি, সেক্টর- ৭, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ (ঘ) হাউজ বিল্ডিং, বাড়ী- ০১, রোড- ১২, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ (ঙ) মেসেজ বিল্ডিং, বাড়ী- ০৭, রোড- ১৬, সেক্টর- ০৪, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০।

(৮) **এন. পি. আই ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-** অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ক্যাম্পাস ১৮২/১, পূর্ব তেজতুরী বাজার, ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

(৯) **শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি-** অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ভবন (ক) বাড়ী- ১৩, রোড- ১৪, সেক্টর- ১৩, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ (খ) বাড়ী ১১, রোড- ১৭-এ, সেক্টর- ১২, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ (গ) বাড়ী ১২/১৪, রোড- ১৭/বি, সেক্টর- ১২, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ (ঘ) বাড়ী- ৮২, রোড- ১৫, সেক্টর- ১১, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ (প্রশাসনিক ভবন) (ঙ) বাড়ী- ৩০, সোনারগাঁও জনপদ, সেক্টর- ০৬, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ (ক্রিয়েটিভ হাব)

(১০) **ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ -** অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ভবন (ক) ৬৯/১/১, পান্থপথ, ঢাকা -১২০৫ এবং (খ) ৬৯ কে,কে.কে.ভবন, পান্থপথ, ঢাক া- ১২০৫ ।

ঙ) বোর্ড অব ট্রাস্টিজ নিয়ে দ্বন্দ্ব এবং আদালতে মামলা বিচারাধীন (০৫টি বিশ্ববিদ্যালয়)

(১) ইবাইস ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ;(২) সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জনাব শামীম আহমেদ, শামীমাবাদ, বাগবাড়ি, সিলেট ঠিকানা-কে বৈধ কর্তৃপক্ষ হিসেবে পত্র প্রদান করে। উক্ত পত্রের বিরুদ্ধে একটি পক্ষ মামলা দায়ের করেছে। মামলাটি মাননীয় আদালতে বিচারাধীন ;(৩) ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা ;(৪) সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম। **উল্লেখ্য যে, সাউদার্ণ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ কর্তৃক দায়েরকৃত ৭৩২৬/২০১৮ নং রীট পিটিশনের প্রেক্ষিতে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত উক্ত 'ঙ'(৪) দফার কার্যকারিতার উপর মাননীয় আদালতের স্থগিতাদেশ রয়েছে।** এছাড়াও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে বিওটি সংক্রান্ত ৪০২/১৬ নং ঘোষণামূলক একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে এবং (৫) সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, প্লট নং-এ/৫, ব্লক-ডি, মিরপুর-১৪, ঢাকা

চ) অননুমোদিত প্রোগ্রাম পরিচালনা (০২টি বিশ্ববিদ্যালয়)

(১) **সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি** - বিএসসি ইন ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামটি কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে পরিচালনা করছে।

(২) জেড.এইচ. সিকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় - এম এ ইন ইংলিশ প্রোগ্রামটি কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে পরিচালনা করছে।

ছ) সম্প্রতি অনুমোদনপ্রাপ্ত তবে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে নাই (০৯ টি বিশ্ববিদ্যালয়)

১। সাময়িক অনুমোদনপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা কার্যক্রম তথা শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমতি অদ্যাবধি দেয়া হয়নি, তবে বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন ঃ

(১) রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়, কেরাণীগঞ্জ,ঢাকা; (২) রূপায়ন এ. কে. এম শামসুজ্জোহা বিশ্ববিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ; (৩) জেড.এন.আর.এফ ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেস, ঢাকা (৪) আহছানিয়া মিশন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রাজশাহী); (৫) শাহ মখদুম ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী; (৬) খুলনা খান বাহাদুর আহছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়; (৭) ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি, বরিশাল, (৮) ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি, ঢাকা এবং (৯) ইউনিভার্সিটি অব ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

২। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দেয়া হয়নি (০২টি বিশ্ববিদ্যালয়)

২.১. **কুইন্স ইউনিভার্সিটি** সরকার কর্তৃক বন্ধকৃত। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ০৬-০৯-২০১৫ তারিখে ০১ (এক) বছরের জন্য সাময়িকভাবে শর্ত সাপেক্ষে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পত্র দেয়। কিন্তু উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কুইন্স ইউনিভার্সিটি শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে সক্ষম হয় নাই।

২.২. **দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা - বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা এর পাঠদান কার্যক্রম শুরুর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস/ভবনের বিদ্যমান অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শনের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়** এবং ০২-০৪-২০১৮ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে পত্র প্রেরণ করা হয়।উল্লিখিত পত্রের কার্যকারিতা স্থগিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন (নং- ৪২৬৩/২০১৮) দায়ের করে এবং মাননীয় আদালত স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। **উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক আপিল দায়ের করা হয়েছে।**

জ) **গণ বিশ্ববিদ্যালয়ঃ** গণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অননুমোদিতভাবে পরিচালিত BBA, Environmental Science, MBBS, BDS এবং Physiotherapy স্থগিতাদেশ থাকার জন্য (রিট পিটিশন নং- ৭১৯৬/২০১৭) কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছিল। **বর্তমানে উক্ত স্থগিতাদেশ এর কার্যকারিতা ভ্যাকেট হয়ে যাওয়ায় BBA, Environmental Science, MBBS, BDS এবং Physiotherapy প্রোগ্রামসমূহ অনুমোদিত/বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।**

ঝ) **দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ঃ** মাননীয় আদালতের আদেশ বলে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহার সকল আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একই সাথে দেশের সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করা হয়েছে।

ঞ) **উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষঃ** বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অর্জিত ডিগ্রির সার্টিফিকেটে মূল স্বাক্ষরকারী হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন বিশ্ববিদ্যলয়ের আচার্য্য তথা মহামান্য রাষ্ট্রপতি। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী ৯৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৭৫ টিতে উপাচার্য, ২৩ টিতে উপ-উপাচার্য এবং ৪৮ টিতে কোষাধ্যক্ষ মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগকৃত রয়েছেন। ইউজিসির ওয়েবসাইটে এতদ্‌সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য রয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, অদ্যাবধি কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা/ক্যাম্পাস/স্টাডি সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনার অনুমতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি কর্তৃক দেয়া হয় নাই বিধায় কোন বিদেশী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে প্রতারণার শিকার না হওয়ার জন্যও সতর্ক করা হলো। **তদপুরি, কেউ অনুমোদনবিহীন কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অননুমোদিত ক্যাম্পাস অথবা অননুমোদিত কোন প্রোগ্রাম/কোর্সে ভর্তি হলে তার দায়-দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসি নেবে না। কাজেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ক্যাম্পাসে এবং অনুমোদিত প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার জন্য ইউজিসির ওয়েবসাইট (www.ugc.gov.bd) থেকে তথ্য সংগ্রহপূর্বক ভর্তি হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক পরামর্শ দেয়া হলো।**

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে

০৮/০৮/২০১৯

ড. মোঃ ফখরুল ইসলাম
পরিচালক
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ।